শিশুছন্দ খনন

শিশুছন্দ খনন

আফসানা ইয়াসমিন অর্থী

আগামীর সাহিত্য সৃষ্টিতে...

ভূমিকা

শিশুর ছন্দ খনন বলতে, যেমন খনার বচন, শিশু ছন্দ ও প্রতিটি বই আমাদের জীবন ও শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করে, যা মানবসমাজের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খনার বচন বাংলার ঐতিহ্যের একটি অমূল্য অংশ। এটি কৃষি, আবহাওয়া, এবং জীবনের নানা দিক নিয়ে রচিত প্রাচীন প্রবচন, যা মূলত কৃষকদের জন্য দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে গঠিত এই বচনগুলো আজও প্রাসঙ্গিক। ছন্দের মাধ্যমে শিশুরা শব্দ ও ধ্বনির সাথে পরিচিত হয়, স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং সামাজিক ও আবেগীয় দক্ষতা অর্জন করে। বই শিশু চিন্তার প্রসার ঘটায় এবং নৈতিক ও শিক্ষণীয় বার্তা প্রদান করে।

১."আলো হাওয়া বেঁধো না"

গল্পটা শুরু হয় ছোট্ট একটি গ্রামে, যেখানে মানুষগুলো সহজ-সরল। গ্রামের নাম সোনারপুর। সেখানে ছিল এক বৃদ্ধামণিমালা দাদি, যার জীবনের অনেক ওঠাপড়ার গল্প ছিল। ছোটবেলা থেকেই নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে নিজের জীবন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা ছিল, "আলো হাওয়া বেঁধো না, রোগে ভোগে মরো না।"

একদিন দাদির ছোট নাতনি, রূপা, স্কুল থেকে এসে বলল, "দাদি, আমরা সবসময় আনন্দে থাকতে পারি না কেন? সব কিছুতেই কেন এত সমস্যা আর দুঃখ?"

দাদি হেসে উত্তর দিলেন, "বুঝলি রূপা, এই জীবনটা যেমন আলো আর হাওয়ায় ভরা, ঠিক তেমনই দুঃখ আর কষ্টও থাকে। কিন্তু আলোর মতো হাসি আর হাওয়ার মতো স্বাধীনতা যদি আমরা আঁকড়ে ধরি, তবে জীবন আসলেই কঠিন হয়ে ওঠে। আলোকে যদি বন্দী করতে চাস, তার শক্তি মুছে যায়। হাওয়াকে বেঁধে ফেলতে চাস, তার গতিটা হারিয়ে যায়। আর ঠিক তেমনি, জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট যদি মনে গেঁথে রাখিস, তবে জীবনটাই একটা বোঝা হয়ে যাবে।"

রূপা কিছুটা বুঝল, কিছুটা না। কিন্তু সে দেখল, তার দাদি সব কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিতেন। শারীরিক অসুস্থতা থাকলেও কখনও অভিযোগ করতেন না। দাদি তার জীবনের কষ্টগুলোকে কোনোদিন তেমন পাত্তা দেননি, বরং যতটা সম্ভব আনন্দে জীবন কাটিয়েছেন।

কয়েক বছর পর রূপা যখন বড় হলো, দাদির সেই কথা গুলো তার মনে পড়ল। জীবনের চড়াই-উতরাই, সুখ-দুঃখ তার জীবনের অংশ, কিন্তু সেগুলোতে আটকে না থেকে এগিয়ে চলাই জীবনের মূলমন্ত্র।

শিক্ষা:
জীবনে আলো, হাওয়া, সুখ আর দুঃখকে বাঁধার চেষ্টা করা উচিত নয়। এগুলোকে আসতে দিতে হবে এবং যেতে দিতে হবে। জীবনের সব কষ্টকে মাথায় রেখে নয়, বরং এগিয়ে চলার মন্ত্রে মগ্ন থাকলেই সত্যিকারের সুখ পাওয়া যায়।

২. "যে চাষা খায় পেট ভরে
গরুর পানে চায় না ফিরে
গরু না পায় ঘাস পানি
ফলন নাই তার হয়রানি"

গ্রামের এক কোণে বাস করত সাদু নামের এক চাষা। সে ছিল গরীব কিন্তু তার একটি গরু ছিল, নাম ময়না। ময়নাকে নিয়েই সে প্রতিদিন মাঠে যেত, জমিতে হাল চাষ করত, আর সেখান থেকে যা ফসল পেত তাই দিয়ে সংসার চালাত।

কিছুদিন পর সাদু ধীরে ধীরে গরুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলল। সে ভাবল, ফসল তো হচ্ছেই, ময়নাকে একটু অবহেলা করলেও চলবে। এবার থেকে সে ময়নাকে ঠিকমতো ঘাস দিত না, পানিও কমিয়ে দিল। মাঠে কাজ শেষে খাওয়াতে ভুলে যেত, আর ময়নাকে যথেষ্ট বিশ্রাম দিত না।

কিছুদিন পর থেকেই দেখা গেল জমির ফসল আগের মতো হচ্ছে না। ময়না দুর্বল হয়ে পড়ায় সাদু আর জমিতে ঠিকভাবে কাজ করতে পারছিল না। ফলন কমে আসতে থাকল, আর সাদুর সংসারে অভাব দেখা দিল।

তখনই সাদুর চোখ খুলল। সে বুঝতে পারল, ময়নার প্রতি তার অবহেলাই তার এই সমস্যার কারণ। ময়না ভালো না থাকলে, ময়না শক্তি না পেলে, ফসলও ভালো হবে না। ফসল বাড়ানোর জন্য সাদুকে ময়নার যত্ন নেওয়া শেখা জরুরি ছিল।

সাদু তখন থেকেই আবার ময়নার যত্ন নিতে শুরু করলড়প্রতিদিন ঘাস খাওয়াত, পানি দিত, আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করত। ধীরে ধীরে ময়নাও আগের মতো সবল হয়ে উঠল, আর সাদুর জমিতে আবার ভালো ফসল ফলতে লাগল।

শিক্ষা: এই গল্পের শিক্ষা হলো, আমরা যে সম্পদ বা সাহায্যের ওপর নির্ভর করি, তার যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অবহেলা করলে শুধু তারই ক্ষতি হয না, আমাদের নিজের উপরও এর প্রভাব পড়ে।

৩. "গাছগাছালি ঘন সবে না
গাছ হবে তার ফল হবে না"

এক গ্রামের এক কৃষক ছিল, নাম তার করিম। করিমের বাড়ির পেছনে ছোট একটা বাগান ছিল, যেখানে সে কয়েকটি ফলগাছ রোপণ করেছিল। গাছগুলো বড় হলেও সেগুলোতে কোনো ফল আসত না। করিম ভাবল, গাছ তো বড় হয়েছে, এখন ফল এমনিতেই আসা উচিত। তাই সে গাছগুলোর প্রতি আর যত্নশীল ছিল না। সে পানি দেয় কম, সার দেয় না, আর আগাছাও পরিষ্কার করত না।

কিছুদিন পর পাশের গ্রামের মজিদ করিমের বাড়িতে এল। মজিদ দেখল, করিমের গাছগুলোতে কোনো ফল নেই। মজিদ করিমকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি গাছগুলোর যত্ন নিচ্ছো তো?"

করিম বলল, "গাছ তো বড় হয়েই গেছে, আর যত্ন নেওয়ার দরকার কী?"

তখন মজিদ হেসে বলল, "শোনো করিম, গাছের বড় হওয়া আর ফল দেওয়া এক জিনিস নয়। গাছ যত বড়ই হোক, যতক্ষণ না তাকে ঠিকমতো পানি, সার আর পরিচর্যা দেওয়া হবে, ততক্ষণ সে ফল দিবে না। প্রতিটি গাছের ফলন পেতে তার যত্ন নিতে হয়।"

মজিদের পরামর্শে করিম আবার গাছগুলোর যত্ন নেওয়া শুরু করল। নিয়মিত পানি দিল, সার দিল, আর আগাছাগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। কিছুদিন পরেই গাছগুলোতে ফল আসা শুরু করল, আর করিম খুশি হয়ে মজিদকে ধন্যবাদ দিল।

শিক্ষা:
এই গল্পের শিক্ষা হলো, শুধু বড় হওয়াই নয়, ফল পাওয়ার জন্য নিয়মিত যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন। যে কোনো কাজেই পরিশ্রম ও যত্ন দেওয়া না হলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না।

৪. "যদি না হয় আগনে বৃষ্টি
তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি"

সহজ বিবরণঃ

কাঠালের জন্ম হতে পারে শুধুমাত্র প্রকৃতির উপযোগী পরিবেশ ও পরিচর্যায়। যদি গাছটি পর্যাপ্ত বৃষ্টি, আলো এবং পুষ্টি না পায়, তবে কাঠাল ফলবে না।

এই ছোট গল্প আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, কোনো ফল পেতে হলে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা অপরিহার্য। আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যও মনের মধ্যে সঠিক পরিবেশ, প্রচেষ্টা এবং ধৈর্য থাকা প্রয়োজন। আমরা যদি পরিশ্রম ও ধৈর্যের সাথে লক্ষ্যে অবিচল থাকি, তবে প্রকৃতির মতোই সফলতা আমাদের কাছে ধরা দেবে।

আমাদের জীবনেও সাফল্য পেতে সঠিক পরিবেশ ও পরিশ্রম জরুরি, কারণ সঠিক পরিস্থিতি এবং সঠিক সময়েই কাঠালের মতো মূল্যবান ফল আসে।

গল্পঃ

এক গ্রামে একটি ছোট্ট বালক ছিল, তার নাম রাজু। রাজু খুবই আগ্রহী ছিল নিজের একটা ফলের গাছ লাগাতে। সে একটি কাঁঠালের বীজ নিয়ে গাছ লাগালো এবং প্রতিদিন তা দেখতে যেতো। প্রথম দিকে গাছটি বেশ ভালো বাড়তে লাগল, কিন্তু কিছুদিন পর বৃষ্টি না হওয়ার কারণে মাটিতে শুকনোভাব দেখা দিল। রাজু প্রতিদিন গাছের চারপাশে পানি দিত, কিন্তু প্রাকৃতিক বৃষ্টির অভাবেই গাছটি যেন প্রাণ হারাচ্ছিল।

একদিন রাজু দুঃখ নিয়ে তার দাদুর কাছে গেল এবং বলল, "দাদু, আমি তো গাছের যত্ন নিচ্ছি, তবুও ফল আসছে না কেন?"

দাদু হেসে বললেন, "তুমি গাছের যত্ন নিচ্ছো, এটা সত্যি; কিন্তু সবসময় আমাদের চেষ্টার পাশাপাশি প্রকৃতিরও সাহায্য লাগে। কাঁঠাল গাছের জন্য বৃষ্টির দরকার হয়। বৃষ্টির মাধ্যমে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি মাটিতে আসে এবং তখনই তা ফল দিতে পারে।"

কিছুদিন পর গ্রামে প্রবল বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির পর রাজুর গাছটি প্রাণ ফিরে পেল এবং ধীরে ধীরে কাঁঠাল ধরতে শুরু করলো। তখন রাজু বুঝল, প্রকৃতির নিজের একটা সময় আছে এবং সব কিছুই সঠিক সময় ও উপযুক্ত পরিস্থিতির প্রয়োজন।

শিক্ষা: এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে, জীবনে সাফল্য পেতে হলে কেবল আমাদের প্রচেষ্টা নয়, ধৈর্যও প্রয়োজন। সময় ও পরিস্থিতি ঠিকঠাক না হলে আমাদের চেষ্টাও ফলবতী হয় না। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে শিখতে হবে।

৫. "যত জ্বালে ব্যঞ্জন মিষ্ট তত জ্বালে ভাত নষ্ট"

(রান্নার সঠিক মাত্রা)

গল্প: রুমার মা একদিন রান্না করছিলেন। রুমা খুব আগ্রহ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল, কারণ সে মায়ের মতো ভালো রান্না করতে চায়। মায়ের রান্না মশলাদার আর মজাদার হয়, আর সেজন্যই মা খুব যত্ন নিয়ে রান্না করেন। রুমা দেখল, মা খিচুড়ি আর মিষ্টি তৈরির জন্য আলাদা আলাদা পদ্ধতি অনুসরণ করছেন।

রুমা মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, তুমি তো দুটোই রান্না করছো। তাহলে কেনো আলাদা আলাদা পদ্ধতি?"

মা বললেন, "দেখো রুমা, রান্নার সময় সব উপকরণের সঠিক মাত্রা রাখতে হয়। যেমন, মিষ্টি খাবারের জন্য বেশি মশলা লাগবে না, কিন্তু খিচুড়িতে মশলা প্রয়োজন। আবার খিচুড়ি বা ভাত রান্নার সময় বেশি আঁচ দিলে সেটা পুড়ে যাবে, কিন্তু মিষ্টি বা অন্য কিছু বানাতে আঁচ একটু বেশি হলে ভালো হয়। তাই, সব রান্নার নিজস্ব নিয়ম আছে।"
রুমা ভাবতে লাগল, "আচ্ছা, তাই তো! সবকিছুর জন্য সঠিক পরিমাণ এবং নিয়ম মানা খুব জরুরি।"

শিক্ষা: এই গল্প থেকে শিশুদের শেখানো যায় যে, জীবনের সব কাজেরই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যদি আমরা সেই নিয়ম মানি, তাহলে কাজটি সুন্দর ও সফল হয়। যেমন রান্নার সঠিক মাত্রা না মেনে রান্না করলে খাবার ভালো হয় না, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করলে সাফল্য পাওয়া যায়।

৬. "যে না শোনে খনার বচন সংসারে তার চির পচন"

গল্প: খনার বচন এবং রমেশের শিক্ষা

এক গ্রামে রমেশ নামে একজন কৃষক বাস করত। সে খুবই পরিশ্রমী হলেও ছিল কিছুটা জেদি স্বভাবের। রমেশ নিজের মতো কাজ করতে ভালোবাসত এবং অন্যের পরামর্শ শুনতে চাইত না। তার মা ছিলেন বুদ্ধিমতী নারী, যিনি গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত খনার বচনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় রমেশকে উপদেশ দিতেন। কিন্তু রমেশ কখনো সেগুলো গুরত্ব সহকারে শোনার প্রয়োজন মনে করত না।

এক বছর বর্ষার সময় রমেশ প্রচুর ধান চাষ করেছিল। ধান গাছগুলোও বেশ ভালো অবস্থায় ছিল, এবং তার মনে হচ্ছিল এ বছর ফসল ভালো হবে। একদিন রমেশের মা তাকে বললেন, "খনার বচনে আছেড়ঁ পানি জমে বেশি ক্ষেতে, ফলন হয় না ভালো রেতে।' অতিরিক্ত পানি জমলে ফসল পচে যেতে পারে। তুমি জমির পানি বের করে দাও।"

কিন্তু রমেশ মায়ের কথা পাত্তা দিল না। সে ভাবল, যত বেশি পানি থাকবে তত বেশি ধান হবে। অতএব, সে কোনো ব্যবস্থা নিল না এবং নিজের মতো চলতে থাকল।

কিছুদিন পরেই ভারী বৃষ্টি হল। রমেশের জমিতে পানি জমে গেল, এবং পানি সরানোর ব্যবস্থা না করায় ধীরে ধীরে তার ধান গাছগুলো নষ্ট হতে শুরু করল। এক সময় সব গাছ পচে গেল, এবং সে প্রায় পুরো ফসল হারাল। এত বড় ক্ষতিতে রমেশ হতাশ হয়ে পড়ল। তখন তার মনে পড়ল মায়ের দেওয়া সেই খনার বচনের কথা।

রমেশ বুঝল, মায়ের কথা শোনা উচিত ছিল, কারণ খনার বচনগুলো শুধুমাত্র প্রবাদ নয়, এগুলো দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার ফল। তিনি তার মাকে গিয়ে বললেন, "মা, আমি তোমার কথা শোনাই উচিত ছিল। আমি বুঝতে পেরেছি যে অভিজ্ঞদের পরামর্শ না শুনলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।"

তার মা মুচকি হেসে বললেন, "বাবা, খনার বচনগুলো যুগ যুগ ধরে মানুষের উপকারে এসেছে। যারা এগুলো মানে না, তাদের জীবনে এমন বিপদই আসে।"

শিক্ষা: এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে, অভিজ্ঞদের পরামর্শ ও প্রজ্ঞা মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। খনার বচনের মতো প্রবাদগুলো আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়। এগুলো উপেক্ষা করলে জীবনে নানা সমস্যায় পড়তে হয়।

রেফারেন্স: খনা বচন,

এই বচনটি মূলত বাংলার বিখ্যাত প্রাচীন গণক ও জ্ঞানী খনার বচনগুলোর একটি। খনার বচনসমূহ বাংলার কৃষি, গ্রামীণ জীবন, এবং দৈনন্দিন কাজের ওপর নির্ভর করে তৈরি প্রবাদ-প্রবচন, যা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞানের ফল। এতে মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষিকাজ, এবং নানান দৈনন্দিন কাজের সঠিক নিয়মাবলী নিয়ে প্রাচীন পরামর্শ রয়েছে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে প্রচলিত হয়েছে।

বাংলা সমাজে খনার বচনগুলো আজও বহুল প্রচলিত এবং শিক্ষণীয় বলে বিবেচিত, কারণ এগুলো সাধারণ মানুষকে দৈনন্দিন কাজ ও কৃষিকাজে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৭. "মঙ্গলে ঊষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।"

গল্প: সঠিক দিনের গুরুত্ব

বাপ্পি নামের এক যুবক ছিল। সে ছিল কিছুটা অলস প্রকৃতির এবং কোনো কাজের সঠিক সময় মানতে চাইত না। তার মা প্রায়ই তাকে গ্রাম বাংলার খনার বচনের কথা বলে পরামর্শ দিতেন, কারণ এগুলোতে বিভিন্ন কাজের সঠিক সময় নিয়ে নির্দেশনা রয়েছে।

একদিন বাপ্পির মা তাকে বললেন, "বাপ্পি, যদি তোমার কোনো ভ্রমণ বা বড় কাজ থাকে, তাহলে মঙ্গলবার সকালে অথবা বুধবারে বের হও। কারণ, খনার বচনে আছেড় 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।' অর্থাৎ মঙ্গল এবং বুধবার সকালে বের হলে যেকোনো কাজে সফলতা আসে।"

কিন্তু বাপ্পি মায়ের কথায় কান দিল না। সে নিজেই সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারবে মনে করে বৃহস্পতিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। পথে নানা বাধা-বিপত্তি তাকে আটকে দিল। তার যাত্রায় বিঘ্ন ঘটল এবং শেষ পর্যন্ত সে কাজে সফল হতে পারল না।

ফিরে এসে বাপ্পি তার মায়ের কাছে গিয়ে সবকিছু বলল। তখন তার মা আবারও স্মরণ করিয়ে দিলেন, "খনার বচনের কথা অবহেলা করো না। এতে মানুষের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা লুকিয়ে আছে। কাজের সঠিক সময় না মানলে অনেক সময়ই সাফল্য হাতছাড়য়া হয়।"

শিক্ষা: এই গল্প আমাদের শেখায় যে, জীবনের বিভিন্ন কাজের সঠিক সময় আছে এবং তা মানা উচিত। অভিজ্ঞদের পরামর্শ, বিশেষত খনার বচনের মতো প্রাচীন প্রবাদ, আমাদের জীবনে সফলতার দিকনির্দেশনা দেয়।

৮. "শোনরে বাপু চাষার পো
সুপারী বাগে মান্দার রো,
মান্দার পাতা পচলে গোড়ায়
ফড়ফড়াইয়া ফল বাড়ায়"

গল্পঃ বাগানের যত্ন এবং উপকার

একবার একটি গ্রামে রাহুল নামে এক তরুণ বাস করত। সে তার ছোট বাগানটিকে খুব ভালোবাসত এবং সেখানে নানা গাছের পরিচর্যা করত। রাহুলের বাবা একজন অভিজ্ঞ কৃষক ছিলেন, যিনি প্রায়ই তাকে বাগানের যত্ন নেওয়ার বিভিন্ন উপায় শেখাতেন। একদিন রাহুল তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা, কীভাবে আমার সুপারি গাছগুলোকে আরও ভালো করে বড় করা যায়?"

তার বাবা হাসিমুখে বললেন, "শোন রে বাপু, খনার বচনে আছেড়ঁ সুপারী বাগে মান্দার রো। মান্দার পাতা পচলে গোড়ায়, ফড়ফড়াইয়া ফল বাড়ায়।' অর্থাৎ, সুপারি গাছের আশেপাশে যদি মান্দার (এক ধরনের গাছ) রোপণ করা হয় এবং সেই মান্দারের পাতা মাটিতে পচে যায়, তাহলে তা সুপারি গাছের জন্য সার হিসেবে কাজ করে। এতে সুপারি গাছ ভালো বাড়ে এবং বেশি ফল দেয়।"

রাহুল অবাক হয়ে বাবার কথা শুনল এবং সেইদিন থেকেই তার সুপারি বাগানে মান্দার গাছ লাগানোর কাজ শুরু করল। কিছুদিন পর সে লক্ষ্য করল, মান্দারের পাতা পচে মাটিতে মিশে যাচ্ছে এবং তার সুপারি গাছগুলো আরও শক্তিশালী ও সবুজ হয়ে উঠছে। ফলের পরিমাণও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। তখন রাহুল বুঝতে পারল, তার বাবার পরামর্শ কতটা কার্যকরী ছিল।

শিক্ষাঃ এই গল্পটি আমাদের শেখায় যে, প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং সঠিক পরিচর্যা ও পরিবেশে গাছপালার বৃদ্ধি ও ফলন ভালো হয়। অভিজ্ঞদের পরামর্শ এবং প্রাচীন প্রবাদ, যেমন খনার বচন, মানলে আমরা জীবনে অনেক কিছু শিখতে এবং উন্নতি করতে পারি।

১০. "জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ভরা
শস্যের ভার সহে না ধরা।"

গল্প: কৃষকের লড়াই

একটি ছোট গ্রামের কৃষক পলাশের জীবন ছিল জমির সঙ্গে একাত্ম। তার জমিতে নানা ধরনের শস্য ফলত, এবং সে প্রতিটি বীজ রোপণ করত যত্নের সঙ্গে। কিন্তু প্রতি বছর আষাঢ় মাসে বৃষ্টি আসার আগ পর্যন্ত তার মনে একটা আতঙ্ক বাসা বাঁধতো। কি হবে তার ফসলের?

এ বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে তীব্র খরা দেখা দিল। মাটি এত শুকিয়ে গেল যে, তা ফাটা ফাটা মনে হচ্ছিল, এবং আশেপাশের নদীও রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল। পলাশের চিন্তা বাড়তে লাগল। সে জানত, যদি বৃষ্টি না হয়, তবে তার পরিশ্রমের ফল হিসেবে যে ফসলের আশা করেছে, সেটাও মরবে।

পলাশ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা করল। তারা সবাই একমত ছিল যে, এই বছর ফসলের উৎপাদন অত্যন্ত কম হবে। "জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ভরা। শস্যের ভার সহে না ধরা," তারা বলছিল। অর্থাৎ, খরার কারণে এ বছর কিছুই হবে না।

তবে পলাশ হতাশ হয়নি। সে জানত, কঠিন সময়ে চেষ্টা এবং আশা হারানো ঠিক নয়। তিনি মাটির গভীরে পানি খুঁজতে শুরু করলেন। জমিতে টিউবওয়েল বসিয়ে এবং পাশের পুকুর থেকে পানি এনে সে সেচ দিতে লাগল। দিনের পর দিন সে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকল।

কিছুদিন পর আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত আষাঢ়ের প্রবল বৃষ্টি এল। পলাশের জমি সিক্ত হলো, এবং তার শস্যগুলো revitaliæed হয়ে উঠল। ফলনও চমৎকার হলো।
পলাশ বুঝতে পারল, খরা এবং ঝড়ের মধ্যে আশা হারানো ঠিক নয়। তার শক্তিশালী ইচ্ছা ও দৃঢ়তার ফলেই সে সফল হয়েছে
শিক্ষা: এই গল্প আমাদের শেখায় যে, জীবনের কঠিন সময়ে ধৈর্য, দৃঢ়তা, এবং পরিশ্রম অপরিহার্য। যদি আমরা সঠিকভাবে আমাদের পরিস্থিতি মোকাবেলা করি এবং চেষ্টা চালিয়ে যাই, তাহলে সাফল্য আমাদের সঙ্গেই থাকবে। "জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ভরা" প্রবাদটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে আশাবাদী থাকা উচিত।